Stories of Sanitation Entrepreneurs

স্যানিটেশন উদ্যোক্তাদের গল্প

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
KHULNA CITY CORPORATION
1984

SNV

Supported by

BILL & MELINDA GATES foundation

Seed Capital Fund

Commercial banks and other financial institutions do not consider Faecal Sludge Management (FSM)-related businesses as profitable and sustainable, thus are generally hesitant to fund such businesses. To close this funding gap and strengthen the market-based solutions in FSM, a revolving seed fund was established for Khulna city. A Tri-Party agreement among Khulna City Corporation (KCC), Khulna Community Development Organisation (KCDO) and SNV Netherlands Development Organisation has been signed in October 2017.

According to the agreement, KCDO received a seed capital of the amount of 4 million BDT from SNV through KCC as grant to utilize as revolving loan for start-up capital to promote the entrepreneurs on market-based solution of FSM in the city. KCDO was designated as the Fund Manager, while the KCC was responsible to provide necessary support to make the operation effective and transparent.

Till date, 29 sanitation entrepreneurs from vulnerable groups were granted with a loan from this fund, which has been utilised for starting or expanding their businesses on ring slab, pipes, toilet equipment, vacutug renovation and motorised desludging devices (small van), etc. So far, this is the first financing strategy initiated by KCC to provide a soft loan with low interest rate 8% to the potential sanitation entrepreneurs. This has set an example for not only in the sanitation sector but also other sectors in Bangladesh.

This document shows some of the stories of the seed capital initiative.

Seed Capital Fund at a Glance

- **Established:** October 2017 in Khulna.
- **Total Fund:** BDT 4 milion (36 lacs as revolving fund and 4 lacs as operating fund).
- **Interest rate:** 8%
- **Fund Manager:** Khulna Community Development Organisation (KCDO) with the support from the UNDP's Urban Partnerships for Poverty Reduction (UPPR) Project.
- **Regulatory Authority:** KCC - monitoring of KCDO activities and providing necessary support to make the fund operational, effective and transparent.
- **Total loan receivers:** 29 sanitation entrepreneurs.

Among them

- **9** Sanitary equipment/ware business
- **11** Ring Slab business
- **4** Masons involved in construction of septic tanks
- **2** Plumbers
- **1** Vacutug business, Community Development Committee (CDC cluster)
- **2** Manual Emptiers who started desludging business by motorized van

সীড ক্যাপিটাল তহবিল

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) সংশ্লিষ্ট ব্যবসাকে লাভজনক ও টেকসই বলে মনে করছে না। তাই তারা সাধারণত এ ধরণের ব্যবসায়িক উদ্যোগে অর্থ সহায়তা দিতে ইতস্তত করে থাকে। তহবিলের এই ঘাটতি কমাতে এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাজার-ভিত্তিক সমাধানের ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে খুলনা শহরে একটি ঘূর্ণায়মান মূলধন তহবিল (সীড ক্যাপিটাল ফান্ড) গঠন করা হয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে এ বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (কেসিডিও) এবং এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

উক্ত চুক্তি অনুসারে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে কেসিডিও কে তহবিল সহায়তা হিসেবে চল্লিশ লাখ টাকা প্রদান করে এসএনভি। প্রতিষ্ঠানটি এ অর্থ খুলনার উদ্যোক্তাদেরকে মানব বর্জ্য ভিত্তিক ব্যবসায় এগিয়ে আসার জন্য সহায়তা দিতে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহার করবে। কেসিডিও প্রাপ্ত অর্থের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে, অন্য দিকে খুলনা সিটি কর্পোরেশন পুরো প্রক্রিয়ার কার্যকারীতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে যাবতীয় সহায়তা দিবে।

ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে এ পর্যন্ত সুবিধা বঞ্চিত দলসমূহের মোট ২৯ জন উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ টাকা দিয়ে তারা রিং স্লাব, পাইপ, টয়লেটের সরঞ্জামাদির নতুন ব্যবসা শুরু করবে বা পুরাতন ব্যবসার প্রসার ঘটাবে। ভ্যাকুট্যাগ মেরামত, মল স্থানান্তরের জন্য মোটরচালিত ছোট রিক্সা ভ্যান ক্রয়সহ আরো কয়েকটি কাজেও ঋন দেয়া হয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই প্রথম কোন ধরণের অর্থ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হলো যার মাধ্যমে অল্প সুদে, মাত্র ৮% হারে, পরিচ্ছন্নতার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা আর্থিক সহায়তা পেলেন। নিঃসন্দেহে ঘটনাটি শুধু স্যানিটেশন সেক্টরে নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরে যারা কাজ করছেন তাদের জন্যও একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

এখানে সীড ক্যাপিটাল উদ্যোগের সাথে জড়িয়ে থাকা কয়েকটি গল্প বলা হলো।

এক নজরে সীড ক্যাপিটাল তহবিল

- **তহবিল গঠন :** অক্টোবর ২০১৭, খুলনা
- **মোট মূলধন :** ৪০ লাখ টাকা (৩৬ লাখ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল এবং বাকী ৪ লাখ টাকা ব্যবস্থাপনা তহবিল)।
- **সুদের হার :** ৮%
- **তহবিল ব্যবস্থাপনা :** খুলনা সিটি কর্পোরেশন তহবিল (কেসিডিও) এবং ইউএনডিপি'র অর্থায়নে পরিচালিত আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন (ইউপিপিআর) প্রকল্প।
- **সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষণ :** খুলনা সিটি কর্পোরেশন তহবিল ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কেসিডিও-র কার্যাবলী নিরীক্ষণ এবং তহবিল ব্যবহার ও তার কার্যকারীতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।
- **মোট ঋণ গ্রহণকারী সংখ্যা :** স্যানিটেশন কাজের সাথে যুক্ত ২৯ জন উদ্যোক্তা
  - ৯ জন স্যানিটারি সামগ্রী ব্যবসায়ী
  - ১১ জন রিং স্লাব প্রস্তুতকারক
  - ৪ জন সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মান মিস্ত্রি
  - ২ জন স্যানিটারি মিস্ত্রি
  - ১ জন ভ্যাকুট্যাগ ব্যবসা, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি ক্লাস্টার)
  - ২ জন হাতের সাহায্যে মল স্থানান্তরকারী পরিচ্ছন্নতা কর্মী (মোটর ভ্যান ক্রয় করতে)

CONTENTS

An opportunity to earn and save
আয় ও সঞ্চয়ের সুযোগ — 5-8

Overcoming hard times with financial support
আর্থিক সহযোগিতায় বদলে গিয়েছে কষ্টের সময় — 9-12

A leading business woman for the community
একজন ভিন্ন রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠাতা নারী — 13-16

Growing up new and own business
গড়ে তুলেছেন নিজস্ব ব্যবসা — 17-20

The business that believes gender equity
এমন উদ্যোগ যা বিশ্বাস করে সমতায় — 21-24

Adittyo Das

An opportunity to earn and save

When Adittya was talking about his work and life, masons behind him were at the last stage of building his house. Three rooms with a twin-pit toilet, something to be proud of. *"I made the toilet with many rings as needed to make it good"*, he says with satisfaction in his voice. There was a bit of anguish in his voice too, *'the road is narrow in front of the house. I didn't get enough space. I wanted to make a septic tank"*.

Adittya lives in the *Rishipalli* in Ward 3 of the Khulna city. He is a emptier- both manual and mechanical. By family tradition, he and his forefathers have been in this profession for many years. Community Development Committee (CDC) has allocated three vacutags (vacuum truck). When septic tanks of the city are full, vacutugs are used to clean and carry human waste away from the locality. For this purpose, Adittya has been working here for the last few years with one of the vacutugs on daily basis which is operated by Moslema Khatun. When there is no order for this vacutug for mechanical service, he does manual emptying on his own.

There have been many differences in how he and his forefathers used to work. Existing laws has been amended for their security and work. He doesn't have to throw the waste in kerosene tins in the nearby rivers at the middle of the night anymore. He is aware of the importance of his work and the respect he is entitled to.

He is also aware of the risks in his works and how to tackle them. Not just that, he proudly uses his own personal protective equipment (PPE). He learned this from a training organized by SNV under KCC.

Not just that, in 2017 he received a BDT 50,000 loan from the CDC Federation seed capital through KCC. With that money he bought an electric rickshaw van and a big drum for transportation of the wastes. Still, vacutug service is no guaranteed all year, so either daily income is not guaranteed. Now, the situation has changed. With this new equipment, he can easily offer safely manual emptying or cleaning services to ensure their income.

Moreover, if there is not any work regarding human sludge cleaning, the van doesn't sit idle. He can use it for other purposes. If there's a day he wants to take off, he can give the van to rent easily. After spending for the family and repay the loan, he is still able to save some for the future.

Aditya doesn't really talk too much. When asked, he smiled and said *"how could I start building my own house if there wasn't any savings? How am I even sitting here and making sure that the work goes fine?"*.

He looks satisfied with his life and his integrity towards his work.

Information about the Loan Receiver

- **Name :** Adittyo Das
- **Ward :** 3
- **Business:** Manual emptier, working as helper of the vacutag of Mst. Moslema Khatun. In his free time, he himself works as a manual emptier.
- **Loan Received:** BDT 50,000
- **Loan Received on:** 6 December 2017
- **Loan Used for:** Invested the money in buying a 3-wheeler rickshaw van with motor and drum for carrying sludge.

আদিত্য দাস

আয় ও সঞ্চয়ের সুযোগ

আদিত্য যখন তার বর্তমান জীবন ও কাজের গল্প বলছিলেন তখন পেছনে রাজমিস্ত্রিরা তার স্বপ্নের ঘর তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজে হাত দিয়েছেন। তিন রুমের এ বাড়ির এক পাশে তৈরি হচ্ছে একটি টুইন-পিট টয়লেট। গর্বের সাথে আদিত্য জানালেন, এতে তিনি ৫টি করে ১০টি রিং ব্যবহার করেছেন। আক্ষেপও ঝরলো তার কন্ঠে, *"সামনের রাস্তা সরু। বাড়ির জায়গাও কম। তাই সেপটিক ট্যাঙ্ক বানাতে পারলাম না।"*

আদিত্য খুলনা শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের ঋষিপল্লীর বাসিন্দা। পেশায় তিনি 'পরিচ্ছন্নতা কর্মী'। বংশ পরম্পরায় তার পরিবার খুলনা শহরে পরিচ্ছন্নতা সেবা দিয়ে আসছেন। মানববর্জ্য পরিষ্কারের জন্যে সিডিসি'র দেয়া ৩টি গাড়ির (ভ্যাকুট্যাগ) একটি পরিচালনা করেন তার এলাকার সিডিসি নেত্রী মোসলেমা খাতুন। ভরে যাওয়া সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের করার সেবা দেয়া হয় এ গাড়ির সাহায্যে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই ভ্যাকুট্যাগেই আদিত্য পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে নিয়োজিত আছেন। যখন তাদের কাজের অর্ডার থাকে না তখন অদিত্য ব্যক্তিগত উদ্যোগেও একই কাজ করেন।

পূর্ব-পুরুষদের কাজ আর এখনকার আদ্যিত্যের কাজের ধারায় পার্থক্য এসেছে অনেক। প্রচলিত আইনে তাদের কাজ ও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অনেক ধারা সংযুক্ত হয়েছে। এখন আদিত্যকে আর কেরোসিনের টিন ভর্তি মানব বর্জ্য নিয়ে রাতের অন্ধকারে আশে পাশের নদীতে বা খালে ফেলতে হয় না। আদিত্য এখন তার কাজের সম্মান ও গুরুত্ব জানেন। তিনি আরো জানেন তার পেশায় কী কী ঝুঁকি আছে, সে সব ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য তাকে কী পদক্ষেপ নিতে হবে। নিরাপত্তার সাথে কাজ করার স্বার্থে নিয়োগকারীর কাছ থেকে কাজ বুঝে নেয়ার সময় তাদের কোন কোন বিষয়গুলিতে নিশ্চিত হতে হবে তাও তার অজানা নয়। শুধু তাই নয়, কাজের সময় নিরাপদ থাকতে তার কাছে এখন আছে পিপিই (পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইক্যুইপমেন্ট) বা ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জামাদি।

এ সব তথ্য ও সরঞ্জামাদি আদিত্য পেয়েছেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর আয়োজিত 'পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের জন্য অংশগ্রহনমূলক পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ' থেকে।

শুধু তাই নয়, ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সিডিসি ফেডারেশন এর সীড ক্যাপিটাল থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহনের সুযোগ পেয়েছিলেন। ঋনের টাকা দিয়ে তিনি একটি মটরচালিত রিক্সা ভ্যান ও বর্জ্য পরিবহণের সুবিধার জন্যে একটা বড় ড্রাম কিনেছেন। এই দু'টি জিনিসই তার আয়ের অনিশ্চয়তা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কারণ ভ্যাকুটাগে নিয়মিত কাজ করার নিশ্চয়তা নেই। তাই কাজ না থাকলে আগে তার দৈনিক আয়ও অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। এখন সে অবস্থা পালটেছে। রিক্সা ভ্যান ব্যবহার করে তিনি স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে সবজায়গাতেই কাজ করতে পারেন। বাড়ি থেকে কাজের জায়গার দূরত্ব কিংবা সেপটিক ট্যাংক থেকে মল অপসারণের স্থানের দূরত্ব আর কোন বাধা নয় তার জন্যে।

প্রতিদিনি সেপটিক ট্যাংক পরিস্কার করার কাজ না থাকলেও তার ভ্যানটি পরে থাকছে না। তিনি সেটি অন্যান্য মালামাল পরিবহনের কাজে ব্যবহার করতে পারছেন। এমন কি নিজে যখন একটু বিশ্রাম নিতে চান কিংবা অন্য কোন কাজে তাকে সময় দিতে হয় তখন তিনি তার ভ্যানটি ভাড়া দিয়ে আয় করতে পারছেন। ফলে এখন রোজই তার আয় আছে। সংসারের সব ধরণের খরচ মিটিয়ে তিনি নিয়মিত কিছু সঞ্চয়ও করতে পারছেন।

সে কারণেই স্বল্পভাষী আদিত্যের সহাস্য জিজ্ঞাসা, *"সঞ্চয় করতে না পারলে ঘরের কাজে হাত দিলাম কী করে? বাড়িতে বসে ঘরের কাজের তদারকি বা করছি কী করে?"*

ছুঁড়ে দেয়া এ প্রশ্ন দু'টিই যেন বলে দিচ্ছে আদিত্যের পরিতৃপ্তির পরিমাণ ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়।

ঋণ গ্রহণকারী সম্পর্কে তথ্য

নাম : আদিত্য দাস

ওয়ার্ড : ০৩

ব্যবসা : ম্যানুয়াল এমটিয়ার। মোসলেমা খাতুনের সহকারী হিসাবে কাজ করা এবং অন্য সময়ে তিনি স্বতন্ত্রভাবে ম্যানুয়াল এমটিয়ার হিসাবে কাজ করেন।

গৃহীত ঋণ : ৫০,০০০ টাকা

ঋণ গ্রহণের তারিখ : ৬ ডিসেম্বর ২০১৭

ঋণ এর ব্যবহার : স্ল্যাজ বহনের জন্য মোটর এবং ড্রামসহ একটি ৩ চাকার রিকশা ভ্যান কেনার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেছেন।

Alauddin Masum

Overcoming hard times with financial support

Alauddin Masum is the Vice President of Ward 29 CDC cluster. Family man with two children and a wife, and also a construction businessman, used to work with KCC, CDC, UNDP and others. As a registered license holder from KCC, he supplies with ring slabs and other sanitation construction works. However, the way to reach this status was not easy.

In early 2018, Alauddin received some contracts regarding construction. But, at that time, he faced a lot of problems due to the lack of capital. He is in this business for a long time for which he has a good relation with different brick, steel and cement owners' shops. This helps him time to time. He takes sometimes stuffs from them to finish his work, for which he repays later. But workers do not want to work unpaid, they want daily wages.

The situation became so worse when ring molds and other materials needed to be replaced as they got unusable with time. But the need for capital and his lack of experience taking loans became a major issue. He was about to stop the work!

At that troubling time he came to know about the seed capital fund from KCDO. After being informed, he applied for a loan as sanitary goods related business, and he got it. He was granted with 1 lakh taka on 1 March 2018.

He finally could complete the works. Experiences like of Alauddin say how important it is for businessmen to have the capital at any given time. *"One lakh taka is nothing big amount compared to my business, but in the time of need that becomes the big thing"*- says Alauddin proudly.

Recently, he got a contract of making 6,700 ring slabs from Livelihood Improvement for Urban Poor Community (LIUPC) Project of UNDP. In addition, he is busy with some other works like making toilets and other sanitation elements with other organizations. Alauddin was reminiscing about the help he received from the loan he got. At one point of talking, he exclaimed "*if it was just possible to get another loan on such easy conditions!".*

Information about the Loan Receiver

Name : Alauddin Masum

Ward : 29

Business: Ring Slab Business.
Moreover, Mr. Alauddin is also a registered (with license) contractor of KCC.

Loan Received: BDT 100,000

Loan Received on: 1 March 2018

Loan Used for: Making dices and buying brick, cement and sand.

Loan Taken from other NGOs before: Never

আলাউদ্দীন মাসুম

আর্থিক সহযোগিতায় বদলে গিয়েছে কষ্টের সময়

আলাউদ্দীন মাসুম হলেন ২৯ নং ওয়ার্ডের ক্লাস্টার সিডিসি-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। পেশায় তিনি একজন নির্মান কাজের ঠিকাদার। এ কাজের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনের লাইসেন্সও আছে তার। ঠিকাদারী কাজের পাশাপাশি তিনি রিং স্লাব তৈরি ও সরবরাহের ব্যবসা করেন। আলাউদ্দীন খুলনা সিটি কর্পোরেশন, সিডিসি, ইউএনডিপি'র প্রকল্পসহ শহরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে কাজ করে থাকেন।

দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। স্ত্রী বিলকিস আরা বুলি সিডিসি ফেডারেশনের ক্যাশিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের দুই ছেলেই পড়াশোনা করছে।

২০১৮ সালের শুরুর দিকে আলাউদ্দীন বেশ কিছু নির্মান কাজের অর্ডার পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই বার কাজ করতে গিয়ে প্রকট ভাবে মূলধন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দীর্ঘদিন এ কাজের সাথে যুক্ত বলে তার সাথে ইট, রড, সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । সুসম্পর্কের কারণে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা পাওয়া যায়। মূলধনের অভাব হলেও বাকীতে তাদের কাছ থেকে পণ্য সামগ্রী এনে চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করতে পারেন তিনি। কিন্তু শ্রমিককের মজুরী বাকী রাখা যায় না। কাজ শেষে তাদেরকে প্রতিদিনের পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে হয়। পাশাপাশি কিছু কিছু জিনিস কিনতে হয় নগদ টাকায়।

গত বছরের সেই সময়টায় রিং ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরির জন্যে বেশ কয়েক ধরণের ডাইস বানানো জরুরী হয়ে পড়েছিল তার। পুরানোগুলি দিয়ে আর কাজ চালানো যাচ্ছিল না।

তখন অবস্থা এমন হলো যে, মূলধনের অভাবে কাজ প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে । অথচ তিনি কোন জায়গা থেকেই টাকার জোগাড় করতে পারছিলেন না। আলাউদ্দীন কোন এনজিও বা সমিতির সাথেও সে ভাবে যুক্ত ছিলেন না যে সেই এনজিও থেকে লোন নিবেন। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে লোন নেয়ার অভিজ্ঞতাও তার ছিলো না।

এমন বিপদের সময় তিনি কেসিডিও'র সীড ক্যাপিটাল ফান্ড থেকে লোন দেয়ার উদ্যোগের কথা জানতে পেলেন। স্যানিটারী পণ্য ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কারণে তিনি এই লোনের জন্যে আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তার আবেদন বিবেচনা করেন। ২০১৮ সালের ১ মার্চ তিনি কেসিডিও থেকে এক লাখ টাকা ঋণ পেলেন।

আর ঋণ হিসেবে পাওয়া এই অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে তিনি যথাসময়ে তার কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। আলাউদ্দীনের অভিজ্ঞতা বলে যে, ব্যবসায়ীদের জন্যে হাতে পুঁজি না থাকা বেশ সমস্যার একটি বিষয়। *"পুঁজি না থাকলে খুব টেনশন হয়। যদিও এক লাখ টাকা আমার ব্যবসার জন্য খুব বড় অঙ্ক নয় কিন্তু সেই প্রয়োজনের মুহূর্তে সেটাই অনেক বড় কিছু।"*

সম্প্রতি আলাউদ্দীন ইউএনডিপির প্রকল্প এলআইইউপিসি থেকে ৬,৭০০টি রিং স্লাব তৈরির কাজ পেয়েছেন। সাথে আছে আরো কিছু টয়লেট বানানোর কাজ। স্বাভাবিক ভাবেই এখন তার কাজের ভীষণ চাপ, ফলে আছে ব্যস্ততা। একই সাথে বিভিন্ন খাতে অর্থের যোগান দিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়েও দিনরাত তাকে ভাবতে হচ্ছে। গত বছর সীড ক্যাপিটাল থেকে পাওয়া কেসিডিও'র লোনের সুবিধাজনক শর্ত ও উপকারীতার কথা স্মরণ করলেন আলাউদ্দীন। এক পর্যায়ে তিনি বলেই ফেললেন, *"তেমন শর্তে আবার যদি কোন জায়গা থেকে একটা লোন পাওয়া যেত!"*

ঋণ গ্রহণকারী সম্পর্কে তথ্য

নাম : আলাউদ্দিন মাসুম

ওয়ার্ড : ২৯

ব্যবসা : রিং স্ল্যাব ব্যবসা। তাছাড়া জনাব আলাউদ্দিন কেসিসির নিবন্ধিত (লাইসেন্সসহ) ঠিকাদার।

গৃহীত ঋণ : ১০০,০০০ টাকা

ঋণ গ্রহণের তারিখ : ১ মার্চ ২০১৮

ঋণ এর ব্যবহার : ডাইস তৈরি এবং ইট, সিমেন্ট ও বালি কেনা।

এর আগে অন্যান্য এনজিও থেকে নেওয়া ঋণ : কখনও নেননি।

Moslema Khatun

A leading business woman for the community

Moslema Khatun is a member of CDC Federation. Being involved in many social welfare activities, she is well known to a number of people in Khulna. However, her familiarity has got a distinguishing characteristic and ground which is because she is one of the few women in the city who serves the vacutug.

Khulna CDC Federation provides special service to households through three vacutugs obtained from project, of UNDP. Moslema is one of the three leaders of CDC who got the liability of administering these vehicles. Since May 2013, she empties pit latrines and septic tanks around Wards one to 10 in Khulna, accompanied by Poritosh Das or Aditto Das, helper and cleaner.

At the beginning, Moslema's vacutug was working smoothly. However, at the end of 2017, it became essential to repair the cracked vehicle. The tank and cylinder of the vehicle were also owed to be fixed. Moslema was in trouble. Where will she get the huge amount of money needed to fix the vehicle?

At that time, KCDO, an organization from CDC federation got a seed capital worth BDT 4,000,000 from SNV through the city corporation. KCDO Sanitation has decided to provide loans on low interest to the entrepreneurs related to the same field.

In the first stage, KCDO nominated 40 people out of which Moslema was the only woman. In March 2018, Moslema received a 1 lakh taka loan for the Vacutug. She fixed its body, tank and cylinder. But this kind of vehicles are not fixable everywhere. The job is only done by particular workstation and experienced worker. Therefore, it took a long time for the vehicle to be repaired. As a result her earnings from the car were blocked. Finding no other way, Moslema had to repay the installment from the main loan amount for a few months. After some distressing time, she was able to take her vehicle out for service. However, she was an ill-fated person in this case, as the engine of the car was not working at the very first day.

Since she spent all her money to repair the car and to repay the installment of the loan, Moslema Khatun was in big trouble then. She left no savings for the vehicle though she needed it most.

At present Moslema is looking for any other means to get the benefit of loan. Though she found no source yet, she is positive to get one. She is confident that she will manage the loan somehow and will serve the people soon. *"I will have to get the car back on the road again"* she has the reflection of her confidence in her speech *"it is essential for the earning of at least four or five. It is also vital for the cleanliness of the city. On top, there is another issue"* she continued *"three female business persons of us from CDC and Khulna City Corporation together providing the service by using the Vacutug. And I must make the vehicle work again or else, people will say that females are not* suitable for business nevertheless this is a tough one. So I can't let the women lose."

The evidence from the history says that women keep fighting like this and at the end they confirm their victory too.

Information about the Loan Receiver

Name : Mst. Moslema Khatun

Ward : 3

Business: Vacutug operation

Loan Received: BDT 100,000

Loan Received on: 1 March 2018

Loan Used for: Repairing vacutug.

Loan Taken from other NGOs before: ASA

মোসলেমা খাতুন

একজন ভিন্ন রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠাতা নারী

মোসলেমা খাতুন সিডিসি ফেডারেশনের একজন সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সিডিসিসহ সমাজ সেবার নানান কাজে জড়িত বলে খুলনার বেশ কিছু মানুষ তাকে চেনেন। তবে তার এই পরিচিতির একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, আছে ভিন্ন কারণ। আর কারণটি হলো শহরে ভ্যাকুট্যাগ (মল পরিবহনের গাড়ি) সেবাপ্রদানকারী হাতে গোনা ২/৩ জন নারীর মধ্যে তিনিও একজন।

মুলতঃ তিনটি ভ্যাকুট্যাগের মাধ্যমে খুলনা সিডিসি ফেডারেশন মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শহরবাসীকে বিশেষ সেবা দিয়ে আসছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে ইউএনডিপি'র এনইউপিআরপি প্রকল্প থেকে সিডিসি এই ভ্যাকুট্যাগগুলি পেয়েছিল। সিডিসি'র তিনজন নেত্রী এগুলো পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন যাদের মধ্যে মোসলেমা খাতুন একজন। ২০১৩ সালের মে মাসে সিডিসি তাকে ভ্যাকুট্যাগটি দেয়। এটি ব্যবহার করে তিনি খুলনার ১ থেকে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জনগণকে মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা দিয়ে থাকেন। এক একটি গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়াও একজন করে পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করেন। স্থানীয় ঋষিপাড়ার আদিত্য দাশ ও পরিতোষ দাশ পালাক্রমে মোসলেমার ভ্যাকুট্যাগে এ সহায়তা দেন।

প্রথম কয়েক বছর মোসলেমার ভ্যাকুট্যাগটি ভালোই কাজ করছিল। কিন্তু ২০১৭ এর শেষ দিকে এসে বডি ঝরঝরে হয়ে যাওয়া গাড়িটির মেরামত জরুরি হয়ে পরে। এর ট্যাংক ও সিলিন্ডারও না সারিয়ে চলছিল না। মোসলেমা সমস্যায় পড়লেন। সারাতে বেশ কিছু টাকার দরকার । কিন্তু এ টাকা তিনি কোথায় পাবেন?

এমন সময় সিডিসি ফেডারেশনের নিজেদের সংস্থা কেসিডিও (খুলনা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন) সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর সহায়তায় ৪০ লাখ টাকা সীড ক্যাপিটাল হিসেবে পেয়েছিল। এ অর্থ থেকে কেসিডিও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট

ব্যবসায় জড়িত উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। প্রথম পর্যায়ে কেসিডিও ৪০ জন ব্যবসায়ীকে ঋণ প্রদানের জন্য মনোনীত করে। মোসলেমা ছিলেন এই ৪০ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে একমাত্র নারী।

গত ২০১৮ সালের মার্চ মাসে মোসলেমা ভ্যাকুট্যাগ সারানোর জন্যে ১ লাখ টাকা লোন পান। তা দিয়ে তিনি গাড়ির বডি, ট্যাংক ও সিলিন্ডার মেরামত করেন। তবে এ কাজ সম্পন্ন করতে সমস্যা ছিল অনেক। কারণ ভ্যাকুট্যাগ মেরামত সব জায়গায় করা যায় না। বিশেষ প্রতিষ্ঠান ও অভিজ্ঞ কর্মী দিয়েই সেটা সারাতে হয়। সে কারণে গাড়ি সারাতে তার দীর্ঘ সময় লেগেছিল। ফলে গাড়ি থেকে তার আয়ও বন্ধ ছিল । তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই তিনি ঐ লোনের টাকা থেকেই কয়েক মাস লোনের কিস্তি চালিয়ে গেছেন। অনেক দিন অপেক্ষার পরে মোসলেমা তার গাড়ি কাজের জন্যে বের করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার মন্দ কপাল। মেরামতের পরে প্রথম যেদিন তিনি কাজের জন্যে গাড়ি বের করেন সেদিনই দেখা গেল গাড়ির ইঞ্জিন কাজ করছে না।

এবার মোসলেমা খাতুন বেশ বড় সমস্যায় পড়েছেন। কারণ আগের লোনের টাকা তিনি ভ্যাকুট্যাগটি সারাতে ও লোনের কিস্তি পরিশোধে শেষ করে ফেলেছেন। গাড়ির জন্যে খরচ করার মতো তার কোন সঞ্চয় নেই । অথচ এ সময় ইঞ্জিন সারাতে বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন তার।

বর্তমানে মোসলেমা অন্য কোন উৎস থেকে ঋণের সুবিধা পাওয়া যায় কিনা তার অনুসন্ধান করছেন। এখনো তেমন উৎসের সন্ধান পাওয়া না গেলেও তিনি আশাবাদী। তার প্রত্যয় তিনি কোন না কোন উৎস থেকে লোন পেয়ে যাবেন আর অচিরেই আগের মতো জনগণকে সেবা দিতে পারবেন। সেই আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে তার ভাষায় , *"গাড়িটা আবার নামাতেই হবে। এটার উপর সরাসরি নির্ভর করছে ৪/৫ জনের রুটি রুজি। শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেও গাড়িটি খুবই জরুরি। তার উপরে আছে আরেকটি বিষয়। শহরে ভ্যাকুট্যাগ পরিচালনা করে সেবা দিচ্ছি আমরা সিডিসির তিন নারী ব্যবসায়ী এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন। আমাকে গাড়িটা আবার সচল করতেই হবে । তা না হলে লোকে বলবে, নারীদের দিয়ে এমনিতেই ব্যবসা হয় না। তার উপর তারা করবে এই ব্যবসা? নারীদেরকে আমি কখনোই হারতে দিতে পারি না।"*

ইতিহাস বলে এভাবেই মোসলেমারা যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং দিন শেষে বিজয়ও তাদেরই থাকে।

ঋণ গ্রহণকারী সম্পর্কে তথ্য

- **নাম :** মোসলেমা খাতুন
- **ওয়ার্ড :** ৩
- **ব্যবসা :** ভ্যাকুটেগ অপারেশন।
- **গৃহীত ঋণ :** ১০০,০০০ টাকা
- **ঋণ গ্রহণের তারিখ :** ১ লা মার্চ ২০১৮
- **ঋণ এর ব্যবহার :** ভ্যাকুটেগ মেরামত।
- **এর আগে অন্যান্য এনজিও থেকে নেওয়া ঋণ :** ASA

Shafiqul Islam

Growing up new and own business

"You took a loan of only BDT 50,000. What could be done with so little amount of money?"- Shafiqul looked with a tense face upon the question. The next moment he pulled up the smile on his face and said, *"ma'am, started out with that little money, yes, but once you start you can take newer steps ahead, bigger or smaller"* - his eyes were reflecting the wisdom and confidence inside.

Shafiqul Islam is young in age and works as a sanitary worker. His family of six includes his parents, brother, wife and a child of 7 years old. Even a few days ago he used to work for others. Most of the time, he had to sit idle in hopes that someone calls up for works. If there were no work, there were no income. Uncertainty regarding income was all the time, in his words- *"so much pain"*.

In times like this he got to know about the opportunity to take loans from KCDO. He used to avoid this practice of taking loans thinking about the hassles that will have to be faced while repaying. After learning from peers and others he understood that the procedure was easier. Even the interest rate was very low and he would not have to pay every week, rather than once in a month. So, somehow he made up his mind and took a loan of BDT 50,000.

He wisely took advice and he is a smart person so he planned beforehand what he was going to do with the money. With his own experience, understanding and after consulting with some other contractors he knew that in order to get into the contract business he would have to buy some equipment and also need cash. He envisioned to buy a tile cutter, an environment friendly tile cutter that doesn't make sound, a hammer and a machine to cut level pipes with BDT 20,000. Additional 5,000 would be spent for transportation and others and he will keep the rest of BDT 25,000 in hand to pay the labourers, as sometimes the billing takes time for the contractors.

After all the procedures done, he received the loan last 26 April 2018. He had everything planned so as soon as he got the money he started working. Money from the loan and his fighting spirit increased his self-confidence. He chose good labourers with him and started taking contracts one after another. Recognition took no time to come and now he is stable on himself.

"Now I have the capital so I can take more work. I pay the workers on time. I can do any kind of work regarding sanitary, sometimes if I don't know the work I appoint such people who do. I also learn from them. Opportunity to enhance skills is much larger now." – says Shafiqul one year after the loan.

KCDO credit officer, Monir Hossain, confirms Shafiqul's commitment, *"he pays his loans regularly and his due will be finished off this month. Most importantly, he keeps contacts and we find him in every meeting."*

Information about the Loan Receiver

Name : Shafiqul Islam

Ward : 5

Business: Sanitation

Loan Received: BDT 50,000

Loan Received on: 26 April 2018

Loan Used for: Buying machines and tools used for sanitary work.

শফিকুল ইসলাম

গড়ে তুলেছেন নিজস্ব ব্যবসা

"লোন তো নিয়েছিলেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা। সামান্য এই টাকা দিয়ে কী এমন উন্নতি করা যায়?" সরাসরি এমন প্রশ্নে শফিকুল একটু গম্ভীর হলেন যেন। কিন্তু পরমূহুর্তে মুখে হাসি টেনে বললেন, *"আপা, ঐ টাকাটা দিয়েই তো প্রথম বারের মতো নিজে কিছু করার উদ্যোগ নিতে পেরেছিলাম। ছোট হলেও একবার উদ্যোগ নেয়া গেলে পরে আরও অনেক নতুন নতুন উদ্যোগ নেয়া যায় – বড় কিংবা ছোট।"* চোখ দু'টিতে তখন তার আত্মবিশ্বাস ঝিলিক দিচ্ছিল।

শফিকুল ইসলাম একজন তরুণ স্যানিটারী মিস্ত্রী। থাকেন খুলনা শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। স্ত্রী, ৭ বছরের মেয়ে, বাবা, মা ও ভাইসহ তার ৬ জনের পরিবার। এসএসসি পাশ করে শফিকুল কাজে নেমেছিলেন। ক'দিন আগেও অন্যের হয়ে কাজ করতেন। মাসের বেশির ভাগ সময়ই তাকে কাজের আশায় বসে থাকতে হতো – যদি কেউ ডাকেন! কাজ নেই তো আয়ও নেই। সারাটা সময় জুড়ে ছিল আর্থিক অনিশ্চয়তা। তার ভাষায়, *"সে বড় জ্বালা।"*

এমন অবস্থায় গত বছরের শুরুর দিকে কেসিডিও থেকে লোন নেয়ার সুযোগের কথা জানতে পারলেন তিনি। ঋণ নিয়ে কী করে পরিশোধ করবেন ভেবে আগে কোনদিন লোন নেয়ার কথা ভাবতে সাহস হয়নি তার। এবার একটু খোঁজ খবর করে জানলেন এখান থেকে লোন নেয়ার সুবিধা অন্য এনজিও'র তুলনায় বেশি। সুদের হার কম। সপ্তায় সপ্তায় লোনের কিস্তি দেয়ার ঝামেলা নেই, মাসে একবার দিলেই চলে। ঝুঁকি নিয়ে শফিকুল ৫০ হাজার টাকা লোনের জন্য আবেদন করলেন।

লোন পেলে কী করবেন তা নিয়ে আগে থেকেই চিন্তা ভাবনা ছিল তার। নিজের কাজের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ আর পরিচিত কয়েকজন কন্ট্রাকটরের সাথে আলাপ করে তিনি জেনেছিলেন যে, যদি তিনি নিজে কন্ট্রাক্টে কাজ নিয়ে ব্যবসা করতে চান তা হলে তার কিছু যন্ত্রপাতি আর নগদ টাকার দরকার হবে। পরিকল্পনা করলেন ৫০ হাজার টাকা লোন পেলে তিনি তা থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে একটি সাধারণ ও একটি পরিবেশ-বান্ধব শব্দহীন টাইলস কাটার

গ্র্যানিং মেশিন, একটি হাতুরী ও একটি লেভেল পাইপ কাটার মেশিন কিনবেন। ৫ হাজার টাকা অন্যান্য জিনিস পত্র ও যোগাযোগসহ নানা কাজে খরচ হবে এবং বাকী ২৫ হাজার টাকা তাকে হাতে রাখতে হবে যেন তিনি তার নিয়োজিত লেবারদের কাজ শেষে বেতন দিতে পারেন। কারণ অনেক সময় কন্ট্রাক্টরদের কাজের বিল পেতে দেরি হয়ে যায়।

সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে গত ২৬ এপ্রিল ২০১৮ এ শফিকুল লোন পেলেন। পরিকল্পনা আগেই করা ছিল। তাই টাকা পেয়েই কাজে লেগে গেলেন। লোনের টাকা আর লড়াকু মনোভাব অল্প দিনের মধ্যেই তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল। ভালো কাজ জানেন এমন লোক সাথে নিয়ে তিনি একের পর এক কন্ট্রাক্ট নিতে শুরু করলেন। পরিচিতি আসতে বেশি সময় নিলো না। এখন তার পায়ের নিচে মাটি আছে। এক বছরের কাজের বিষয়ে শফিকুল যা বলেন তা হলো, *"এখন পুঁজি আছে বলে কন্ট্রাক্টে কাজ নিতে পারি। ডেইলি আমার সাথে যারা কাজ করে তাদের বেতন দিতে পারি। বিল দেরিতে পেলেও কাজ চালাতে অসুবিধা হয় না। চুক্তিতে কাজ নিয়ে স্যানিটারীর যে কোন কাজ করতে পারি। কারণ কাজটা আমি না জানলেও যারা কাজ জানেন তেমন দক্ষ লোক নিয়োগ দেই। লোক নিয়োগ করে কাজ করানোর সুযোগ পাই বলে দেখে দেখে নতুন অনেক কাজ নিজেও শিখে নিতে পারছি। দক্ষতা বাড়ানোর অনেক সুযোগ এখন।"*

শফিকুলের বিষয়ে কেসিডিও'র ক্রেডিট অফিসার মনির হোসেন বললেন, *"শফিকুল নিয়মিত লোন পরিশোধ করেন। ওর লোনের কিস্তি দেয়া এই মার্চ মাসেই শেষ হবে। শফিকুলের সবচেয়ে ভালো দিক হলো ও সব সময়ই যোগাযোগ রাখে। ডাকা হলে প্রায় সব মিটিং এ তার উপস্থিতি দেখা যায়।"*

ঋণ গ্রহণকারী সম্পর্কে তথ্য

- **নাম:** শফিকুল ইসলাম
- **ওয়ার্ড :** ৫
- **ব্যবসা :** স্যানিটারি
- **গৃহীত ঋণ :** ৫০,০০০ টাকা
- **ঋণ গ্রহণের তারিখ :** ২৬ এপ্রিল ২০১৮
- **ঋণ এর ব্যবহার :** স্যানিটারি কাজের জন্য ব্যবহৃত মেশিন এবং সরঞ্জাম ক্রয়।

Md. Yunus Sorder

The business that believes gender equity

While travelling locally, beside the road, there is a nursery on the left. Just beside that stand, two modest houses made with bamboo and tin. Different items are scattered in front of them. In the middle, different sizes of rings are laid out, and a little far some small and big pipes are kept standing. Toilet pans and lids are kept here and there. Different flowers, animals made out of cement, sand and metal can also be seen in here.

This is Yunus Sorder's house, a builder and distributor of sanitary materials for more than 16 years. He supplies not only in Khulna city but also to nearby villages and suburbs. While sighting the plot he commented: *"I can't make more stuff than these, although there is a much larger market out there."*

Yunus' family- a girl, two boys and his wife, lives in one of the houses. The daughter, the oldest, is graduating from a nearby college and the boys are studying in schools. The other house is used to keep his stuff for the works and other things. This house is pretty open and a carrom board is kept in the middle to play with family and neighbours.

He is aged around 40 and his hair and beard is well groomed. When asked about how his business is going on, he replied with a simple word, 'good'. He replied all the questions in as short as possible which seemed like a character trait of his. But to our surprise he completely opened up himself, when he started talking about his work and his daughter. Although it was himself who brought up the matter.

In his own words we found his pride, dreams and his philosophy of life. *"I used to work for others. Before that I was a rickshaw puller. But now, in seasons I even take eight workers. My daughter is finishing her graduation. I told her mother that my daughter won't get married until her education is completed. My two little boys also go to school and I don't have to worry about their fees anymore."*

Yunus was not able to keep track of the timeline of his work and life while speaking of them. He was messing up the years, dates and amounts. That did not become a problem as his wife Khadija Begum had kept everything in mind. It was her who told about the business overall. She is the one who takes care of the accounts, the cash and also repays the loan regularly.

Khadiza and Yunus are linked with an NGO named CSS for a long time. They have taken loans for six times and now are repaying the last loan of BDT 50,000. Most of that were used to buy land. With the remaining money they started to work on a big order. But it seemed that they got in a big trouble as they were not able to supply goods for lack of cash. At that troubling time, a community leader named Rokeya Rahman from CDC Federation told them about the KCDO loan. Rules to take loans from KCDO seed capital is different from other NGOs. One does not have to have a savings to take a loan. But a guarantor is needed which could be troubling to arrange. *"We have been here for a long time, people know us, so we didn't face any trouble looking for a guarantor"*, says Khadija. After getting the loan they instantly bought some moulds for ring and pipes. Each of them cost around 15 to 16 thousand taka. With the rest of the money they bought cement, sands and others, and got back to work.

It was not possible for them to deliver the goods in time if not for the loan. Khadija says, *"now, we have moulds. So we can take orders and give the supply in time. It is very necessary to keep words in a business."*

"We did a lot of hard work to get here. She was always by my side. She watched over the family and the business as well. She helped me with her guidance and advice", a clear reliability and love can be felt through the words of Yunus towards his wife.

Information about the Loan Receiver

Name: Md. Yunus Sorder

Ward : 24, Gollamari (near Alkatra Mill)

Business: Ring slab maker and seller. His wife is working full time with him. Besides, that eight masons are employed by him. He supplies his products (ring slab, pies, tub, pillar, cover, seven).

Loan Received: BDT 100,000

Loan Received on: 6 December 2017

Loan Used for: Invested in buying dices and making slabs.

মোঃ ইউনুস সরদার

এমন উদ্যোগ যা বিশ্বাস করে সমতায়

গল্লামারীর থেকে নিরালা দিকে যাওয়ার পথে মাঝামাঝি জায়গায় হাতের বাম পাশে দেখা মিলবে একটা ছোট্ট নার্সারীর। এর পাশেই আছে টিন ও বাঁশের তৈরি দুটি সাধারণ ঘর। ঘরের সামনের রাস্তার লাগোয়া জায়গায় নানান রকম নির্মান সামগ্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উঠানের মাঝে শোয়ানো আছে একই আকারের অনেকগুলো রিং। আরেকটু দূরেই দাঁড় করিয়ে এবং মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে বেশ কিছু মোটা ও সরু পাইপ। আবার চার পাঁচটা টয়লেটের প্যান ও তার ঢাকনা হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে এদিকে সেদিকে। এক কোনা থেকে উঁকি দিচ্ছে শাপলা, পাখি, হরিণ ও ফুলের টব। এর সবগুলিই তৈরি সিমেন্ট, রড, বালু ও সুরকি দিয়ে।

মোঃ ইউনুস সরদার এই সব স্যানিটারী সামগ্রী তৈরির কারিগর ও বিপনন ব্যবসায়ী। ১৬ বছর ধরে তিনি এ ব্যবসার সাথে জড়িত। শুধু খুলনা শহরে নয়, আশে পাশের গ্রাম ও শহরগুলিতে সারা বছর ধরে তিনি তার সামগ্রী সরবরাহ করেন। তবে এখনও ইউনুসের আফসোস- *"চাহিদা থাকার পরও আমি সেই পরিমান মাল তৈরি করতে পারতেছি না।"*

এখানকার দু'টি ঘরের একটিতে সপরিবারে ইউনুসের বাস। ছোট পরিবারে আছে স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ে কাছের একটি কলেজে গ্রাজুয়েশন করছে। অন্য ছেলে-মেয়ে দু'টি পড়ছে স্কুলে। পাশের ঘরটি তিনি তার ব্যবসার কাঁচামাল রাখা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করেন। খোলামেলা এ ঘরের মাঝখানটিতে টেবিলের উপরে পেতে রাখা আছে বড় সাইজের একটি ক্যারাম বোর্ড। অবসরে তিনি, তার পবিরারের সদস্য এবং প্রতিবেশীরা মিলে ক্যারাম খেলেন।

ইউনুসের বয়স হবে ৪০ এর আশে-পাশে। চুল ও দাঁড়ি তার পরিপাটি করে আঁচড়ানো। *"কেমন করে এ ব্যবসায় জড়ালেন? কেমন চলছে ব্যবসা?"* স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে এক কথায় উত্তর সারলেন তিনি, *"ভালো"*। পরের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও দিলেন তেমনই সংক্ষেপে।

কিন্তু অবাক হতে হলো যখন তার কাজ ও কলেজ পড়ুয়া বড় মেয়ের প্রসঙ্গে এলো। অবশ্য 'প্রসঙ্গ এলো' না বলে 'প্রসঙ্গ তিনি তুললেন' বলাটাই অধিক সমীচিন। এ পর্যায়ে বলা তার সপ্রণোদিত কথাগুলোর মধ্যে যেন পূর্ণাঙ্গ ইউনুসকে পাওয়া গেল, পাওয়া গেল তার গর্ব, স্বপ্ন, ভালো লাগা ও জীবন ভাবনার ইঙ্গিত।

"আমি তো আগে অন্যের হয়ে কাজ করতাম। তারও আগে শুরু করছিলাম রিকশা চালানো দিয়া। সেই আমি এখন সিজনে ৮জন লোকও খাটাই। আমার বড় মেয়েটা কলেজে পড়ে। ওর মাকে বলছি এখনই বিয়ে দেব না, আগে চাকরী করবে তারপর বিয়ে। ছোট ছেলে ও মেয়ে স্কুলে যায়। ওদের পড়াশোনার খরচ নিয়ে এখন আর আমার ভাবতে হয় না।"

ইউনুস তার কাজ ও উত্থানের গল্পগুলোর ঘটনাকাল ও ধারাবাহিকতা ঠিকমতো ধরে রাখতে পারছিলেন না। সন, তারিখ, টাকার অংক সবকিছুতে তালগোল পাকিয়ে ফেলছিলেন। তাতে সমস্যা হলো না কারণ সে সব তথ্য খুব সুন্দর ভাবে হিসেবের খাতার মতো স্মৃতিতে টুকে রেখেছিলেন ইউনুসের স্ত্রী খাদিজা বেগম। খাদিজাই জানালেন তাদের ব্যবসায়ের খুঁটিনাটিসহ আদ্যপ্রান্ত। কারণ ব্যবসার হিসাব-নিকাশ রাখা ও তদারকি করা, লোনের কিস্তি দেয়ার কাজগুলি তিনিই করে থাকেন।

খাদিজা-ইউনুস দীর্ঘ কাল ধরে সিএসএস নামের একটি এনজিও'র সাথে যুক্ত। সেখান থেকে এ পর্যন্ত তারা ছয়বার লোন নিয়েছেন। বর্তমানে তারা সিএসএস এর কাছ থেকে নেয়া ৫০ হাজার টাকা লোনের বিপরীতে কিস্তি দিচ্ছেন। শেষ লোনটির বেশির ভাগ ব্যয় হয়ে গিয়েছিল একটি জমি কিনতে। বাকী টাকা দিয়ে শুরু করেছিলেন একটি বড় অর্ডারের কাজ। কিন্তু দেখা গেল সে টাকায় কাজটি এগিয়ে নিতে পারছেন না। সময় মতো মাল সাপ্লাই দিতে না পারলে ভীষণ বেকায়দায় পরবেন তারা। অস্থির হয়ে যখন বাড়তি টাকাটার খোঁজ করছিলেন তখনই সিডিসি ফেডারেশন এর সভানেত্রী রোকেয়া আপা তাদেরকে কেসিডিওর লোনের কথা জানালেন।

"কেসিডিও'র সীড ক্যাপিটাল থেকে লোন নেয়ার নিয়ম-কানুন অন্য এনজিও'র নিয়ম থেকে ভিন্ন। এখানে লোন নিতে সঞ্চয় লাগে না। অবশ্য জামিনদাতা জোগাড় করার কাজটি বেশ ঝক্কির। তবে আমরা এখানে অনেক দিন থেকে আছি। কষ্ট করে ব্যবসা করি। সবাই তা জানে। সে কারণে জামিনদাতা পেতে আমাদের তেমন সমস্যা হয় নাই" জানালেন খাদিজা। *"যাহোক, সব প্রক্রিয়া শেষ করে এক লাখ টাকা হাতে পেয়েই যাই। আর সময় মতো সাপ্লাইও দিতে পারি। ব্যবসায় কথা দিয়ে কথা রাখাটা খুবই জরুরী।"*

"অনেক কষ্ট করে আমরা এ পর্যন্ত আসছি। ও সব সময়ই পাশে থেকে খাটছে। সংসার দেখছে, ব্যবসা দেখছে। বুদ্ধি-পরামর্শ দিছে।" স্ত্রীর প্রতি নির্ভরতা ও ভালোবাসার প্রমাণ মেলে খাদিজার কাজের বিষয়ে স্বামী ইউনুসের এ স্বীকৃতিতে।

ঋণ গ্রহণকারী সম্পর্কে তথ্য

- **নাম:** মোঃ ইউনুস সরদার
- **ওয়ার্ড :** ২৪, গল্লামারী (আলকাত্রা মিলের নিকটবর্তী)
- **ব্যবসা :** স্যানিটারি
- **গৃহীত ঋণ :** ১০০,০০০ টাকা
- **ঋণ গ্রহণের তারিখ :** ৬ ডিসেম্বর ২০১৭
- **ঋণ এর ব্যবহার :** ডাইস কিনতে এবং স্ল্যাব তৈরিতে বিনিয়োগ।

The Stories of Entrepreneurs contains five stories that portray the entrepreneurship, leadership and service delivery contributions of specific individuals in improving citywide urban sanitation practices. It focuses on the efforts to grow entrepreneurship among emptiers and emptying associated persons.

Developed under SNV's Urban Sanitation and Hygiene for Health and Development (USHHD) approach, this storybook was produced as part of the Bill & Melinda Gates Foundation-funded SNV project, Citywide Inclusive Sanitation Engagement (CWISE).

Citation: SNV, 2019. Stories of Entrepreneurs. Dhaka: SNV in Bangladesh

Story writing: Merelin Keka Adhikari

Background Information: Md Tanvir Ahamed Chowdhury

Editorial and production team: Marc Pérez Casas and Masud Rana

Photography: ©SNV

Design, English Translation & Print: www.hash.com.bd

Disclaimer: The views, thoughts and opinions expressed in this storybook are those of the interviewees and interviewers. These do not necessarily reflect the official policy or position of SNV and the Bill & Melinda Gates Foundation. SNV does not take responsibility for the content, accuracy or timeline of the stories compiled in this storybook.

Contact Information

Marc Pérez Casas
WASH Sector Leader
SNV in Bangladesh
mcasas@snv.org

About SNV

SNV Netherlands Development Organisation is a not-for-profit international development organisation that makes a lasting difference in the lives of people living in poverty by helping them raise incomes and access basic services. We aim for premium quality and focus on three sectors: agriculture, energy, and water, sanitation and hygiene (WASH). With a long-term local presence in over 25 countries in Asia, Africa and Latin America, we work with governments and within multi-stakeholder partnerships. Our team of more than 1,300 staff is the backbone of SNV.

For further information: www.snv.org

SNV in Bangladesh
SNV Netherlands Development Organisation
House-11, Road-72, Gulshan-2
Dhaka-1212, Bangladesh

Tel: +88 029 888 708
Email: bangladesh@snv.org